জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

শ্যামা দন্তমঞ্জন

দন্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৭শে আষাঢ় বুধবার ১৩৫৭ ইংরাজী 12th July. 1950 | ৯ম সংখ্যা

বিখ্যাত কাটনীর চূণ

যাবতীয় ইমারতি কাজের ও পানে খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চুণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর
জঙ্গিপুর বাবুবাজার

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

প্রতিশ্রুতি

বসন্তের মুকুল আনে বর্ষাদিনের পরিপক্ক ফলের সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আনে শেষ জীবনের অখণ্ড আনন্দের প্রতিশ্রুতি। আপনার জীবনেও সেই প্রতিশ্রুতি আনতে পারে আপনার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি,—যার অভাবে মানুষের জীবন ক্রমশঃ দুর্বহ হয়ে উঠে প্রতিদিনের অভাব ও লাঞ্ছনায়।

জীবন-বীমার প্রতিশ্রুতিতে আপনার বর্তমান আশা ও উৎসাহে ভরে উঠবে, নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্চয়তায় ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে উজ্জ্বল ও শান্তিময়। হিন্দুস্থানের বীমাপত্র দীর্ঘ ৪৩ বৎসরকাল এই প্রতিশ্রুতি বহন করে চলেছে দেশবাসীর ঘরে ঘরে।

আপনাকে জীবনের অবশ্য কতব্য পালনে সহায়তা করবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্মিগণ সর্বদাই প্রস্তুত। আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের ভবিষ্যৎ সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড.
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৫৭ সাল।

চাষের মালিক ও গ্রাসের মালিক

—:০:—

জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জে অনেকগুলি চাউলের আড়ত আছে। জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর এলাকার এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিবর্গের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক গৃহস্থের জমি জমা আছে। যাঁহাদের চাষের জমি নাই তাঁহারা এই সব আড়ত হইতে চাউল কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। আড়তদারগণ বর্ষাকালে লোকের চাহিদা মিটাইবার জন্য যাহার যেমন সাধ্য চাউল কিনিয়া রাখেন। চাউল আমদানী না থাকিলে সেই সংগৃহীত চাউল হইতে ক্রেতার অভাব মিটাইয়া থাকেন। চাউল মজুত করিবার জন্য কেহ কেহ চাউল কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় সরবরাহ বিভাগের একজন নাম করা বাবু সাইকেল চড়িয়া জোর গলায় সব আড়তদারদের শোনাইয়া বলিয়া গেলেন,—"হোর্ডিং (মজুত—সঞ্চয়) করা চল্‌বে না। সব 'সীজ' (বলপূর্ব্বক দখল) করা হবে। ১২৲ টাকার বেশী মণে দাম দেওয়া হবে না।"

যে আড়তদার কিছু কিনিয়াছিলেন তিনি বেচিয়া ফেলিলেন, যাঁহারা কিনেন নাই, তাঁহারা ঐ শাসনবাক্যেই চমকিয়া গেলেন।

আষাঢ় মাস যাইতে না যাইতেই বাজারে চাউল নাই। দলে দলে লোক ফিরিতে লাগিল। মহকুমা শাসক মহাশয়ই মহকুমার সমস্ত সদসৎ কর্ম্মের জন্য দায়ী। প্রোকিওরমেণ্ট (সঞ্চয়) বিভাগ ধান্যের উপর প্রাধান্য দেখাইয়া এই ঘাটতি এলাকা হইতেও যে ধান্য সঞ্চয় করিয়া ঐরাবৎ ঐরাবৎ গুদোমে মজুত করিয়াছিলেন তাহা একদম খালি হইয়া গিয়াছে।

মহকুমা শাসক বেসরকারী কয়েক জন স্থানীয় ভদ্রলোককে লইয়া এক পরামর্শসভা গঠন করিলেন। আড়তদারগণকে ডাকাইয়া যে কোনও প্রকারে হউক চাউল আমদানী করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। চাউল ব্যবসায়ী সমিতি সেই রাত্রেই ছোট বড় সকল আড়তদারগণকে একত্রিত করিয়া এলাকা গর-এলাকা যেখানে চাউলের ব্যাপারী আছে, তাহাদের ডাকিয়া চাউল আমদানীর পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরেও সক্ষম সক্ষম ব্যক্তিরা চাউল আমদানীর জন্য কেউ পদব্রজে কেউ সাইকেলে ৫।৬ ক্রোশ দূরে গিয়া ঘোড়াওয়ালা চাউলের ব্যাপারীদিগকে চাউল আমদানী করাইবার জন্য প্ররোচিত করিতে সক্ষম হইলেন। আড়তদারগণ সমস্ত আড়ত বন্ধ করিয়া একত্রে এক স্থানে এক হিসাবে খরিদ ও এক হিসাবেই বিক্রয় করিয়া আজও বাজারের হাহাকার নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

গো মড়কে মুচির পরব

গরুর মড়ক লাগিলে যেমন মুচির চামড়া প্রাপ্তি সুলভ হইয়া অর্থাগম হইয়া থাকে, তেমনি এই দুঃসময়ের সুযোগে দুপয়সা রোজগার করার মত সহৃদয় (?) লোকের অভাব নাই। আড়তদারগণের এই সদুদ্যমেও বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া এই ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার জন্য সহরের বাহিরে আসার পথে চাউলের ব্যাপারীদের বাজার পৌছিবার অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। মহকুমা শাসক মহোদয় নিজের জীপ গাড়ী যোগে পরামর্শ সভার ভদ্রমহোদয়গণকে পাঠাইয়া বিঘ্নকারী মহোদয়গণের চেষ্টা প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছেন।

যাহা হউক চাউলপটীর আড়তদারগণের সম্মিলিত সহৃদয়তা, ডাঃ জে, এন, রায়, এম-বি, শ্রীঅমিয়-মোহন রায়, শ্রীঝড়ুলাল দাস, বি-এল প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের আপ্রাণ চেষ্টায় এখনও সকাল হইতে বেলা ১টা এবং বৈকাল ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চাউলের জন্য কাহাকেও নিরাশ হইতে হয় নাই। এই ভাবে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা না হইলে রোজার সময় বহু মুসলমানের রোজা এপ্তারের দানার অভাব হইত। প্রত্যহ ৩০০০ হইতে ৩৭০০ লোকের কার্ড দেখিয়া এবং বিদেশী লোকের বিশ্বাসী ব্যক্তির সুপারিশে স্লিপে দিনগত পাপক্ষয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

মহকুমা কণ্ট্রোলার মহোদয় স্বয়ং চাউলপটিতে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, অথচ তাঁহারই অফিস হইতে প্রত্যেক আড়তদারকে পৃথক পৃথক হিসাব চাওয়া হইয়াছে শুনিয়া দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে—স্থির সমুদ্রের কর্ণধারগণ, উত্তালতরঙ্গমালার মধ্যে যাঁহারা ভাঙাতরী চালাইতেছেন, তাঁহাদের বিপদে ফেলিবার ফন্দী বাহির করিয়া এই চাউল ওজনের সঙ্গে নিজেদের হৃদয়ের ওজন করিয়া দেখিবার বেশ সুযোগ পাইয়াছেন। অন্নের কাঙালগণ, বুভুক্ষু সন্তান সন্ততির সহিত যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবেন, প্রত্যেক বিস্ফোৎপাদনকারীর উপরে সে নিশ্বাস বিষবৎ ক্রিয়া করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জঙ্গিপুর কলেজ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক পরিকল্পনানুসারে জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কলেজে উন্নীত হইয়াছে। আগামী আগষ্ট (১৯৫০) মাসের ১ম সপ্তাহ হইতে আই-এ এবং আই-এস্-সি শ্রেণী খোলা হইবে। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে নিম্নলিখিত গণ্যমান্য ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণকে লইয়া এক পরিচালন-সমিতি গঠিত হইয়াছে। পরিমিত ব্যয়ে উপযুক্ত অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক কলিকাতার কলেজগুলির অনুরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে আই-এস্-সি শ্রেণীর জন্য মাত্র ৬০ এবং আই-এ শ্রেণীর জন্য মাত্র ৪০ জন ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হইবে। সুন্দর আরামপ্রদ ছাত্রাবাসের সুব্যবস্থা আছে।

পরিচালন-সমিতির সভ্যগণ—

১। শ্রী কে, সি, চক্রবর্ত্তী, এস্-ডি-ও, প্রেসিডেণ্ট,
২। শ্রীঅমলকুমার দে, এম্-এস্-সি, বি-এল্, মুন্সেফ
ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট
৩। শ্রীমুক্তিপদ চ্যাটার্জ্জী, বি-এস্-সি, বি-এল্,
সেক্রেটারী
৪। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা
৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, এম্-বি
৬। শ্রীউমাপদ সিংহ, এল্-এম্-পি,

৭। শ্রীবিভূতিভূষণ দাস, এম্-এ-বি-এল্,
৮। জনাব মহম্মদ শাহ্ জামাল, বি-এল্
৯। শ্রীঅনুপম মজুমদার, বি-এ,

কংগ্রেস ত্যাগ কি সংক্রামক হইল ?

পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের সম্পাদক শ্রীহেমন্তকুমার বসু এম-এল-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি শ্রীসুধীরঞ্জন রায় চৌধুরী এবং বর্দ্ধমানের বহুদিনের কংগ্রেস-সেবী শ্রীদাশরথি তা মহাশয় কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

১৩৫৭ সালের বৈশাখ হইতে আমার বিষয় সম্পত্তি আমি নিজে স্বয়ং দেখিব ও পত্তন করিব। ইহাতে কেহ ওজর আপত্তি করিলে আইন অনুযায়ী শুনীয় হইবে।

শ্রীরসরাজ রায়
সাং তেঘরী।

বাটী বিক্রয়

জঙ্গিপুর বারুইপাড়ায় দুইখানি পোক্তা বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীউমাপদ দত্ত
জঙ্গিপুর ঠাকুরবাড়ীর সন্নিকট।

শিক্ষক আবশ্যক

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষকের পদে একজন অন্ততঃ ম্যাট্রিক ট্রেন্ড শিক্ষক আবশ্যক। বেতন ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ টাকা। তদতিরিক্ত চল্‌তি ভাতা। ৩১শে জুলাই মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশান্তিময় রায় চৌধুরী, সম্পাদক
রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।
১০ই জুলাই, ১৯৫০

কালের চিত্রে

কঙ্কাল

শ্মশানে যাইত দেখা কালে কি কস্মিনে,
মাংসচর্ম্মহীন দেহ—যাহার সৎকার
করিবারে থাকিত না আত্মীয় স্বজন ;
মাংস চর্ম্ম খেয়ে নিতো শকুনি শৃগালে।
আজ দেখা যায় সারা পশ্চিম বাঙলায়,
লক্ষ লক্ষ জীবন্ত কঙ্কাল দিবানিশি,
দলে দলে ফিরে—গৃহহীন, অন্নহীন।
কঙ্কাল মায়ের কোলে কঙ্কাল সন্তান,
পশ্চাতে কঙ্কাল পিতা চলচ্ছক্তিহীন।
ছিল সব ইহাদের, মোদের যা' আছে—
আত্মসাৎ করিয়াছে, নরাধম পশু—
কড়ার ভিখারী এবে পথের কাঙাল !
সিনেমা-প্রবেশদ্বারে ভিক্ষায় আসিয়া—
ত্যজিল কঙ্কাল দেহ অভাগী রমণী।
দয়াহীনা বিলাসিনী গর্ব্বিতা যে নারী
সিনেমায় এসে দেখে এই মূর্ত্তি শুধু
প্রসাধনে রক্তা হ'য়ে ব্যঙ্গ করে যেন।

[নিলামের ইস্তাহার পর পৃষ্ঠায় দেখুন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে আগষ্ট ১৯৫০

১৯৩৮ সালের ডিক্রীজারী

১১৯৬ খাং ডিঃ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দেং মাখনচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ৩৯।০ থানা সাগরদীঘি মৌজে তেলাঙ্গল ৮০ শতকের কাত ৪।০ আঃ ৫৲ খং ৩৩৭

১৩০৪ খাং ডিঃ সেবাইত মহান্ত ভগবান দাস দেং সেবাইত রাধাবল্লভ শর্ম্মা মহান্ত দাবি ২৮৯৸৯ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী, হিলোড়া, ডাহিনা, গাস্তিরা দেন্দারের লাখেরাজ সম্পত্তি নিলাম হইবে। আঃ ২৭৫৲

১৩০৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭০৭৸৶৩ মৌজাদি ঐ দেন্দারের লাখেরাজ সম্পত্তি নিলাম হইবে। আঃ ৬০০৲ লাখেরাজ স্বত্ব

১৯৪০ সালের ডিক্রীজারী

৫২৭ খাং ডিঃ সেবাইত প্রমথনাথ মহান্তা দিং দেং তোজাম্মল হোসেন সেখ দাবি ৩৬৸৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে পাউলী ১০৫ শতকের কাত ৪৸৶২ আঃ ২৫৲ খং ৯০

৬৯৮ খাং ডিঃ সেবাইত রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং দেববালা বর্ম্মণ্যা দাবি ২৭৷৷৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাদী ৪৭ শতকের কাত ৩৷৵০ আঃ ১৫৲ খং ১১৪ রায়ত স্থিতিবান

১৭ খাং ডিঃ রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং রামানন্দ ভকত দিং দাবি ১০৪৸৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুরকুণ্ডা ৫-৩৮ শতকের কাত ২২৵৫ আঃ ২৫৲ খং ২৬৩

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

২২২ খাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং জলিল সেখ দাবি ১৪৸৶৩ থানা সাগরদীঘি কিঃ গাদী ৪১ শতকের কাত ২।০ আঃ ১০৲ খং ৬৪

২২৩ খাং ডিঃ ঐ দেং আয়োব সেখ দাবি ২৪৷৷৵৬ মৌজাদি ঐ ১৩ শতকের কাত ৩৲২ আঃ ১৫৲ খং ৪০

২৬৬ খাং ডিঃ গৌরচন্দ্র আলিপাত্র দিং দেং উমাচরণ দাস দিং দাবি ৭২৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে আরাজি বলরামবাটী ১-৮৯ শতকের কাত ১০।৵৮ আঃ ২৫৲ খং ৮৯

২৬৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩১৸৶৩ মৌজাদি ঐ ৮০ শতকের কাত ৩৵৩ আঃ ১০৲ খং ৯০

২৬৭ খাং ডিঃ ঐ দেং মহেন্দ্রনাথ দাস দিং থানা ঐ মৌজে নওপাড়া ২-৩৫ শতকের কাত ১১৲ আঃ ৫০৲ খং ৬১১

২৭০ খাং ডিঃ ঐ দেং নিভাননী দেবী দাবি ১৮৷৷৵৬ থানা ঐ মৌজে খেরুর ৩২ শতকের কাত ১।৭ আঃ ৫৲ খং ১২০৫

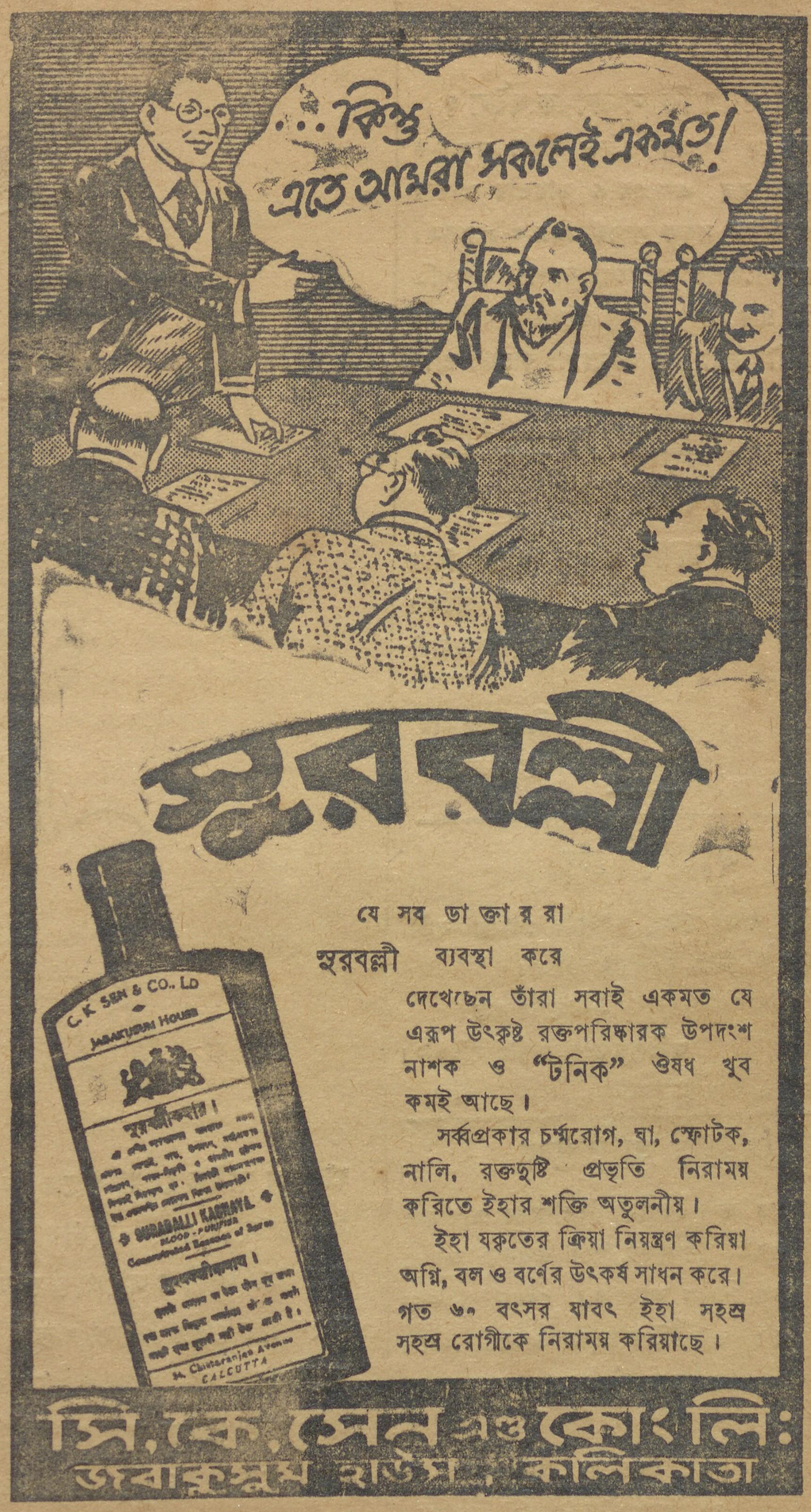

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত